ইন্দ্রস্যানির্ব্বৃতের্হেতুং শ্রোতুমিচ্ছামি ভোমুনে। যেনাসন্ সুখিনো দেবা হরের্দুঃখং কুতোঽভবৎ ॥ ৩

শ্রীশুক উবাচ ॥

বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ। তদ্বধায়ার্থয়ন্নিন্দ্রং নৈচ্ছদ্ভীতো বৃহদ্বধাৎ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ॥

স্ত্রীভূদ্রুমজলৈরেনো বিশ্বরূপবধোদ্ভবং। বিভক্তমনুগৃহ্ণদ্ভির্ব্বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্ম্যহং ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ঋষয় স্তদুপাকর্ণ্য মহেন্দ্রমিদমব্রুবন্। যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মাস্মভৈঃ।

হয়মেধেন পুরুষং পরমাত্মানমীশ্বরং। ইষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মোক্ষসেপি জগদ্বধাৎ।

শ্রীধরস্বামী।

হরেরিন্দ্রস্য ॥ ৩ ॥

তস্য দুঃখহেতুং বক্তুং প্রস্তাবকথামাহ বৃত্রবিক্রমেত্যাদিনা। আর্থয়ন্ প্রার্থয়ন্তঃ। বৃহদ্বধাৎ ব্রহ্মবধাৎ ভীতঃ সন্ ॥ ৪ ॥

এনঃ পাপং বিভক্তং বিভজ্য গৃহীতং মার্জ্মি শোধয়ামি ॥ ৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বৃত্রবিক্রমেত্যাদি বৃত্রবাক্য শ্রবণানন্তরমেব জ্ঞেয়ং ॥ ১। ২। ৩ ৪ ॥

অথ যথা বৃহস্পত্যবজ্ঞাত্মকং পাপং বিশ্বরূপবধাত্মকপাপান্তরস্য জনকং জাতং। তথাচ তচ্চ লোকমাত্র দৃষ্ট্যা বিভক্তমপি বৃত্র বধাত্মকপাপান্তরজনকত্বেনাবশিষ্টমেব দৃষ্টং ইন্দ্রঃ স্বয়মপি তদবশেষমনুভূয়াস্তভীত এব বহিস্তান্ প্রত্যাচক্ষাণ স্তমপি পূর্ব্ববল্লোক সংগ্রহার্থমুপলপতি স্ত্রীতি ॥

ঋষয়স্তু জগৎ স্বাস্থ্যায় তস্যাপ্যাসুরভাবনাশায় শ্রীভগবদাজ্ঞাবলেন সংপ্রযোজিতবন্ত ইত্যভিপ্রেত্যাহ ঋষয় ইতি ॥

অতো দোষাভাসত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তাভাসমপ্যুস্তাবয়ন্তি। হয়েতি। তত্র বীর্য্যাতিশয়াধান জ্ঞাপনার্থমাহুঃ। নারায়ণ মিষ্ট্বেতি। কৈমুত্যার্থমাহ ব্রহ্মহেতি। আচার্য্যোবেদগুরুঃ কীর্ত্তনমাত্রাৎ। কিং পুনরসকৃন্নামোচ্চারণময় তদ্যজনাদিতার্থঃ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

হরেরিন্দ্রস্য ॥ ৩ ॥

তস্য বৃত্রস্য বধায় আর্থয়ন্ প্রার্থয়ন্ত সচেন্দ্রোহস্তং নৈচ্ছৎ। বৃহদ্বধাৎ ব্রাহ্মণবধাদ্ভীতঃ সন্ ॥ ৪ ॥

এনঃ পাপং মার্জ্মি শোধয়ামি ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! দেবরাজ কেন বিষণ্ণ হইলেন, তাঁহার অনির্ব্বৃতির কারণ কি? যে কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত দেবতা সুখী হইলেন তাহাতে কি হেতু মহেন্দ্রের দুঃখ বোধ হইল? ঐ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হইতেছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ঋষিগণ সহিত যাবন্ত দেবতা বৃত্রাসুরের বিক্রমে অত্যর্থ উদ্বেজিত হইয়া তাহার বধার্থ মহেন্দ্র সন্নিধানে প্রার্থনা করেন, কিন্তু বৃত্রকে বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যা হইবে এই ভয়ে তাহা করিতে প্রথমতঃ ইন্দ্রের ইচ্ছা হয় নাই। ইন্দ্র কহিলেন বিশ্বরূপকে বধ করাতে একবার ব্রহ্ম হত্যা পাপ হইয়াছিল, স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ ও জল ইহারা চারিজনে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইয়াছে, আবার বৃত্রহত্যা করিয়া কিসে পাপ মার্জন করিব? ॥ ৪ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! মহেন্দ্রের ঐ বচন শুনিয়া ঋষিগণ কহিলেন, দেবরাজ! ভয় কি? আমরা তোমাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে চিন্তা করিও না। হে দেবেন্দ্র! অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পরম পুরুষ পরমাত্মা নারায়ণ দেবের অর্চনা করিলে বৃত্র বধ কি জগতের বধ করিয়াও তজ্জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে? অহে ইন্দ্র কি মাতৃঘাতী, কি পিতৃঘাতী, কি

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্। শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥
তমশ্বমেধেন মহামখেন শ্রদ্ধান্বিতোঽস্মাভিরনুষ্ঠিতেন।
হত্বাপি সব্রহ্মচরাচরং ত্বং ন লিপ্যসে কিং খলনিগ্রহেণ ॥ ৫ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
এবং সঞ্চোদিতো বিপ্রৈর্মরুত্বানহনদ্রিপুং। ব্রহ্মহত্যা হতে তস্মিন্নাসসাদ বৃষাকপিং ॥ ৬ ॥
তয়েন্দ্রঃ স্মাসহত্তাপং নির্বৃতি র্নামুমাবিশৎ। হ্রীমন্তং বাচ্যতাং প্রাপ্তং সুখয়ন্ত্যপি নোগুণাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বৃষাকপিমিন্দ্রং ॥ ৬ ॥

তয়া দেবাদিভিঃ কারিতয়া স্মেত্যবধারণে। ইন্দ্রএব তাপমসহৎ নান্যঃ। অমুমিন্দ্রং নির্বৃতি র্নাবিশৎ। নন্বু ধৈর্য্যাদি গুণযুক্তস্য কুতোঽনির্বৃতি স্তত্রাহ। হ্রীমন্তং লজ্জাযুক্তং বাচ্যতাং নিন্দ্যতাং ॥ ৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তত্র স্বপ্রভাবমপি দর্শয়ন্তি অস্মাভিরিতি। তত্র ভগবত ইব স্বাভিপ্রায়মপি ব্যঞ্জয়ন্তি। খলেতি জগতস্তস্যচ ভদ্রীভাবান্নাত্র দোষ ইতি ॥ ৫ ॥

এবং তস্যাত্মনি পাপস্য নাত্যুপপত্তাবপি সাভিমানা তদধিষ্ঠাত্রীতু তমভিভবিতুমুদ্যতেত্যাহ ব্রহ্মহত্যেতি ॥ ৬ ॥

ততশ্চ তয়া সন্নিহিতয়া হেতুভূতয়া য স্তাপস্তদপীন্দ্রোঽসহৎ। তেন পরাভবং ন প্রাপ্তবান্। তদেবমপি নির্বৃতি স্বমুং নাবিশৎ। তত্র হেতুঃ হ্রীমন্তমিতি ॥ ৭। ৮। ৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মাস্বৈভৈঃ মাবৈষীঃ ॥ ৫ ॥

তস্মিন্ বৃত্রে হতে সতি বৃষাকপিমিন্দ্রং। অত্র প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণাৎ পূর্ব্বতো হপীয়মতিপ্রবলা দুঃখভোগেন বিনা কেবলেন প্রায়শ্চিত্তেন নশাম্যেদিত্যত এব তে তদানীমশ্বমেধেন তং নৈব যাজয়ামাসুরিতি জ্ঞেয়ং। তে ঋষ্যাদয়োপি প্রায়শ্চিত্ত বলেন পাপপ্রবর্ত্তনাজ্জনস্যাপরাধস্য ফলং চিরকালব্যাপিনীং দুরবস্থামিন্দ্রপদারূঢ়েন নহুষেণ তদানীমেব প্রাপিতা ইতি চ জ্ঞেয়ং ॥ ৬ ॥

অসহৎ অসহত। নির্বৃতিরানন্দঃ। অমুং ইন্দ্রং নন্বু ধৈর্য্যাদি গুণযুক্তস্য তস্য কুতোঽনির্বৃতি স্তত্রাহ। হ্রীমন্তং জনং বাচ্যতাং। ব্রহ্মঘাতীতি প্রবাদং ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মঘ্ন, কি গোঘ্ন, কি গুরু হত্যাকারী, কি কুক্কুর ভোজী, কি চণ্ডাল ইত্যাদি মহা মহা পাপী লোকেও যাঁহার নাম কীর্ত্তন মাত্র তত্তৎ পাতক হইতে পবিত্র হয়, আমরা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিব, তুমি তদ্দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে, তাহাতে যদি তুমি ব্রহ্ম সহ চরাচর সংহার কর তাহা হইলেও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইবে না, খল নিগ্রহ জন্য পাপ স্থায়ি হইবে এ কি কথা ? ॥ ৫ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যদিও ঐ সকল ঋষি ঐ প্রকার প্রবৃত্তি দিয়া অনুরোধ করাতে মহেন্দ্র মহারিপু বৃত্রের প্রাণ বধ করিলেন, তথাচ ব্রাহ্মণ বৃত্র নিহত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকেই গিয়া আক্রমণ করিল ॥ ৬ ॥

এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রকেই সন্তাপ সহ্য করিতে হইল, আর তজ্জন্য ইন্দ্রই নির্বৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! যদিও মহেন্দ্রের ধৈর্য্যাদি বহু বহু গুণ ছিল, তথাচ যে ব্যক্তি নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া লজ্জা যুক্ত হয়, তাহাকে গুণ সকলেও সুখী করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চাণ্ডালীমিব রূপিণীং। জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাং ॥ ৮ ॥
বিকীর্য্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণীং। মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্ব্বতীং মার্গদূষণং ॥ ৯ ॥
নভোগতোদিশঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে। প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসং ॥ ১০ ॥
স আবসৎ পুষ্করনালতন্তু নলব্ধভোগো যদিহাগ্নিদূতঃ।

শ্রীধরস্বামী।

যক্ষ্মগ্রস্তাং ক্ষয়রোগব্যাপ্তাং ॥ ৮ ॥
মীনস্যেব গন্ধো যস্য স মীনগন্ধিঃ সচাসা বসুশ্চ প্রাণঃ শ্বাসবায়ুস্তস্য গন্ধেন ॥ ৯ ॥
প্রাগুদীচীং দিশং গতঃ সন্ তূর্ণং মানসং সরঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ১০ ॥
স ইন্দ্রঃ সহস্রং বর্ষাণি পুষ্করনালস্য তন্তুনাবসৎ। কথম্ভূতঃ ন লব্ধো ভোগো যেন সঃ। কুতঃ যদ্যস্মাৎ ইহ জলেঽবসৎ অগ্নিদূতশ্চ স্বয়ং অগ্নেশ্চ দূতস্য হবির্ভাগানেতু র্জলে প্রবেশাসম্ভবাদলব্ধভোগ ইত্যর্থঃ অলব্ধ ভাগ ইতি পাঠে ন লব্ধো যজ্ঞ ভাগো যেন সঃ ॥ ১১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তত স্তং সঙ্গতাগ্যায় নভ আকাশং গতঃ। সর্ব্বাশ্চ দিশোগতঃ। তূর্ণং তদনুদ্রব বিদূরং যথাস্যাৎ ॥ ১০ ॥
অগ্নিদূত স্তং সহায়োঽয়ং। তস্মাৎ জলে ন তিষ্ঠেদিত্যলক্ষিত স্তয়া সর্ব্বৈরন্যৈশ্চ অত স্তদস্তিত্বাসম্ভাবনয়া তমুদ্দিশ্য হবির্ভাগা-দানাদলব্ধভোগশ্চেত্যর্থঃ ব্রহ্মবধাত্তদদিষ্ঠাত্র্যা স্তস্যাঃ সকাশাদ্বিমোক্ষং তদুপায়ং শ্রীভগবন্তমিত্যর্থঃ। ঋতম্ভরধ্যানেতি বক্ষ্যমাণাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

যক্ষ্মা মহারোগঃ। মীনস্যেব গন্ধোযস্য স মীনগন্ধিঃ সচাসাবসুঃ শ্বাসবায়ু স্তস্য গন্ধেন ॥ ৮। ৯ ॥
প্রথমং নভ আকাশং গতঃ তত্রাপি তামনুধাবন্তীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বা দিশোগতঃ। তত্র তত্রাপি তথা দৃষ্ট্বা প্রাগুদীচীং ঐশানীং গতঃ সন্ তত্র তূর্ণং মানসং সরঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ১০ ॥
পুষ্করস্য কমলস্য নালে যে তন্তবঃ তত্র অত্যলক্ষিতমিত্যর্থঃ। অলব্ধভোগঃ যদ্যতোঽগ্নিদূতঃ। অগ্নেঃ স্বদূতস্য হবির্ভাগা-নেতু র্জলে প্রবেশাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যগ্নিনা জলং ন দুষ্প্রবেশং তদন্তঃস্থিতায় বরুণায়াপি হবির্বহনাৎ তদপি তদীয়ং জলং দুষ্প্রবেশমেব রুদ্রানুচরৈ রক্ষ্যমাণত্বাৎ অতএব সর্ব্বত্রাভিগামিনী ব্রহ্মহত্যাপি তত্র গন্তুং নশশাকেতি জ্ঞেয়ং। সাহস্রং সহস্রং

সে যাহা হউক, ইন্দ্রের দৃষ্টি গোচর হইল, ব্রহ্মহত্যা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চাণ্ডালীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, জরা দ্বারা তাহার অঙ্গ সকল কম্পমান এবং ক্ষয় রোগ হেতুক অতিশয় ব্যতিব্যস্ত, আর তাহার পরিধান বসন শোণিত ময় ॥ ৮ ॥

সে আপনার পলিত কেশ বিকীর্ণ করিতে করিতে "তিষ্ঠ ২" এই শব্দ মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চা-রণ করিতেছিল এবং তাহার নিশ্বাস বায়ু মৎস্যগন্ধের তুল্য এত দুর্গন্ধ যে তদ্দ্বারা পথ পর্য্যন্তও দূষিত হইয়া যাইতেছিল ॥ ৯ ॥

হে রাজেন্দ্র! অমররাজ তাহাকে দেখিবা মাত্র ভীত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত প্রথমত আকাশে, পশ্চাৎ সকল দিকে ধাবমান হইলেন, কুত্রাপি আত্মত্রাণের স্থান লব্ধ হইল না, অবশেষে পূর্ব্বোত্তর দিকে গমন করিয়া তত্রস্থ মানস সরোবরে শীঘ্র প্রবেশ করিলেন ॥ ১০ ॥

এবং তথায় যে পদ্ম ছিল তাহার তন্তু মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্নিদূত অর্থাৎ অগ্নিই তাঁহাকে যজ্ঞীয় হবির্ভাগ আনিয়া দিতেন। জলমধ্যে অগ্নির প্রবেশ অসম্ভব একারণ যাবৎ তথায় বাস করিয়া রহিলেন তাবৎ যজ্ঞভাগ লাভ করিতে পারেন নাই। হে রাজন্! দেবরাজ ঐ

বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ সংচিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্বিমোক্ষং ॥ ১১ ॥
তাবৎ ত্রিনাকং নহুষঃ শশাস বিদ্যাতপো যোগ বলানুভাবঃ।

শ্রীধরস্বামী।

ত্রিনাকং ন অকং দুঃখং যস্মিন্নিতি নাকঃ পুণ্যঃ লোকঃ তৃতীয়ং নাকং স্বর্গং। নন্থ মনুষ্যস্য কুতঃ স্বর্গরাজ্যং তত্রাহ। বিদ্যাদিভিরনুভাবঃ স্বর্গপালনসামর্থ্যং যস্য সঃ তর্হি তস্মিন্ সতি কথমিন্দ্রস্য পুনঃ স্বর্গ প্রাপ্তিঃ তত্রাহ। স নহুষঃ সম্পদৈশ্বর্য্যাভ্যাং যোমদস্তেনান্ধা বুদ্ধি র্যস্য সঃ। ইন্দ্রপত্ন্যা শচ্যা তিরশ্চাং গতিং সর্পযোনিং নীতঃ উপায়েন প্রাপিতঃ। এবং হ্যাখ্যায়তে। নহুষঃ কিল কদাচিদিন্দ্রাণীমুবাচ ইন্দ্রস্তাবদহং অতস্ত্বং মাং ভজেতি তয়াচাবেদিত বৃত্তান্তো বৃহস্পতি স্তামুবাচ ব্রাহ্মণবাহ্য শিবিকামারুহ্যাগতং ত্বাং ভজিষ্যামীতি ব্রূহি। ততোঽসৌ ব্রহ্মশাপাৎ পতিষ্যতীতি। তয়াচ তথোক্তো নহুষো ঽগস্ত্যাদীন্ শিবিকাং বাহয়ামাস তদাচ শীঘ্রং সর্প সর্পেতি অগস্ত্যং পদা পস্পর্শ তেনচ কুপিতেন সর্পো ভবেতি শপ্তো মহাসর্পো

ক্রমসন্দর্ভঃ।

নহুষঃ শশাসেতি বৃত্রবধবৃত্তং সপ্তমমন্বন্তরগতমিতি লক্ষ্যতে। তথাপি ষষ্ঠমন্বন্তর হতানাং নমুচ্যাদীনাং কীর্ত্তনং তৎপ্রতি

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বর্ষাণি ব্যাপ্য অলক্ষিতঃ সর্ব্বৈরদৃষ্টঃ ॥ ১১ ॥

ত্রিনাকং তৃতীয়ং নাকং স্বর্গং নন্থ মনুষ্যস্য কুতঃ স্বর্গরাজ্য। তত্রাহ বিদ্যাদিভিরনুভাবঃ সর্ব্বতেজোহরণ সামর্থ্যং স্বর্গপালনসামর্থ্যঞ্চ যস্য সঃ। তস্মিন্ সতি পুনরিন্দ্রস্য কুতঃ স্বর্গপ্রাপ্তি স্তত্রাহ স নহুষঃ সম্পদৈশ্বর্য্যাভ্যাং যো মদস্তেনান্ধা বুদ্ধি র্যস্য সঃ। ইন্দ্রপত্ন্যা তিরশ্চাং গতিং সর্পযোনিং নীতঃ। উপায়েন প্রাপিতঃ। এবং হ্যুপাখ্যায়তে নহুষঃ কদাচিদিন্দ্রাণীমুবাচ ইন্দ্র স্তাবদহমতস্ত্বং মাং ভজেতি। তয়াচাবেদিত বৃত্তান্তো বৃহস্পতিস্তামুবাচ। ব্রাহ্মণবাহ্য শিবিকামারুহ্যাগতং ত্বামহং ভজিষ্যামীতি ব্রূহি। ততোঽসৌ ব্রহ্মশাপাৎ পতিষ্যতীতি। তয়াচ তথৈবোক্তো নহুষঃ অগস্ত্যাদীন্ শিবিকাং বাহয়ামাস তদাচ

স্থানে সহস্র বৎসর যাবৎ অলক্ষিত হইয়াছিলেন সতত এই চিন্তা করিতেন, ব্রহ্ম বধ জন্য পাতক হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব ॥ ১১ ॥

সে যাহা হউক, যাবৎ দেবরাজ ঐ রূপ অবস্থায় রহিলেন তাবৎ নহুষ ইন্দ্রপদে অধ্যাসীন হইয়া স্বর্গ শাসন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মনুষ্যের কি রূপে স্বর্গরাজ্য হইবে এমত মনে আশঙ্কা করিবেন না, বিদ্যা, তপস্যা ও যোগ প্রভাবে নহুষ রাজার স্বর্গপালনে সামর্থ্য হইয়াছিল, কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই ঐ রাজা ঐ রূপ অতুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য জন্য মদে হতবুদ্ধি হইলেন, তাহাতে ইন্দ্র পত্নী শচী উপায় যোগে তাঁহাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত করাইলেন, সুতরাং স্বর্গ হইতে তাঁহার পতন হইল ॥ ০

এই বিষয়ে এই রূপ আখ্যায়িকা আছে, নহুষ রাজা ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হইয়া এক দিন ইন্দ্রাণীকে কহিলেন এক্ষণে আমিই ইন্দ্র, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর, নহুষের এই বাক্যে শচী ধর্ম্ম লোপ ভয়ে অত্যন্ত শঙ্কিতা হইলেন, সে দিন তাঁহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। দেবগুরু ঐ দুরাত্মার পতনোপায় চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে সাধ্বি! ঐ দুষ্ট চিত্ত নহুষকে এই কথা বলিও তুমি যদি ব্রাহ্মণবাহ্য শিবিকারোহণে আমার নিকট আসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভজনা করিব, বিপ্রগণকে বাহক করিলেই ব্রহ্মশাপে অসংশয় তাহার পতন হইবে। অনন্তর নহুষ শচী সহ সহবাসার্থ পুনরায় পূর্ব্ববৎ কহিলে মহেন্দ্রপত্নী কহিলেন রাজন্! বিপ্র বাহ্য শিবিকারোহী হইয়া আসিও। নহুষ অগস্ত্যাদি প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে শিবিকা বাহনার্থ নিযুক্ত করিয়া সত্বরতা প্রযুক্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণ বাহককে "সর্প সর্প" অর্থাৎ চল চল বলিয়া অগস্ত্যকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিল। অতএব ঐ ঋষি

সসম্পদৈশ্বর্য্যমদান্ধ বুদ্ধিনী র্তস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা ॥ ১২ ॥
ততোগতো ব্রহ্মগিরোপহূত ঋতম্ভর ধ্যান নিবারিতাঘঃ ।
পাপস্তু দিগ্দেবতয়া হতৌজাস্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা ॥ ১৩ ॥
তঞ্চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত । যথাবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ ॥ ১৪ ॥
অথেজ্যমানে পুরুষে সর্ব্বদেব ময়াত্মনি । অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ বিততে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥
সবৈ ত্বাষ্ট্র বধোভূয়ানপি পাপচয়োনৃপ । নীতস্তেনৈব শূন্যায় নীহার ইব ভানুনা ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

হঁগরোঽভূদিতি ॥ ১২ ॥

ততঃ ইন্দ্রঃ স্বর্গং গতঃ প্রাপ্তঃ কথম্ভূতঃ ব্রহ্মগিরা ব্রাহ্মণ ব্যাক্যেনোপহূতঃ ঋতম্ভরঃ সত্যপালকোহরিঃ তস্য ধ্যানেন নিবারিত মঘং যেন প্রাগপিতু পাপো ব্রহ্মবধ স্তমিন্দ্রং নাভ্যভূৎ তস্যাভিভবং নাকরোৎ। কুতঃ দিগ্দেবতয়া প্রাগুদীচ্যাং দিশি স্থিতয়া শ্রীরুদ্রেণ অবিতং রক্ষিতং সন্তং ॥ ১৩ ॥ পুরুষস্য হরেরারাধনং যস্মিন্ তেন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বদেবময় আত্মা মূর্ত্তির্যস্য তস্মিন্ । বেদময়াত্মনীতি বা পাঠঃ ব্রহ্মবাদিভির্বিততে ঽনুষ্ঠিতে অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণেজ্যমানে পুরুষে সতি ॥ ১৫ ॥ তেনৈব পুরুষেণৈব শূন্যায় নীতঃ নাশিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভ ।

নিধিরূপত্বেন তন্নাম্না কেষাঞ্চিদপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং ॥ ১২ ॥

পাপস্তদধিষ্ঠাতৃ রূপস্তু তদ্দিগ্দেবতাহতৌজাঃ ন পুন স্তদনুদ্রবা সমর্থা বভূব। তত্র হেতুঃ। বিষ্ণুঃ পতিরভীষ্টদেবো যস্যা ঈশান রূপায়া তাদৃশ্যেতি। কৃত ভগবদাশ্রয়োঽয়ং কথমনেনাভিভাব্যেতেতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

ততো লোকাপবাদাবশেষো যস্তৎ পাপ প্রচারঃ সোপি ব্রহ্ম ঋষিভির্নাশিত ইত্যাহ তং চেতি ত্রিভিঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র অথেতি যুগ্মকং ॥ ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

শীঘ্রং সর্পসর্পেত্যগস্ত্যং পদা পস্পর্শ । তেন চ কুপিতেন শপ্তোঽজগরোবভূবেতি ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গিরা ত্বামশ্বমেধেন যাজয়িষ্যাম ইতি বাক্যেনোপহূতঃ সন্ ততো মানসাৎ সরসঃ সকাশাৎ স্বর্গং গতঃ। ঋতম্ভরঃ সত্যপালকো বিষ্ণুঃ। অঘং প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণ লক্ষণোঽপরাধঃ। পাপঃ ব্রহ্মহত্যা লক্ষণং পাপং পুংস্ত্বমার্ষং। ঈশান দিগ্দেবতয়া শ্রীরুদ্রেণ বিষ্ণুপত্ন্যা মানস সরসঃ কমলবন স্থিতয়া লক্ষ্ম্যা ॥ ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ॥

ক্রোধে অন্ধ হওত "তুই সর্প হ" এই বলিয়া অভিশাপ দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সে অজগর সর্প হইয়া স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল ॥ ১২ ॥

সে যাহা হউক তদনন্তর ব্রাহ্মণ বাক্যে আহূত হইয়া দেবরাজ পুনরায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন। সত্যপালক হরির আরাধনা করাতে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল, হে রাজন্! পূর্ব্বেও ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ পূর্ব্বোত্তরদিকে অর্থাৎ ঐশানী দিকে অবস্থিতা দিগ্দেবতা (রুদ্র) তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে কৌরব্যবর! যদিও ভগবানের ধ্যান দ্বারা ইন্দ্রের পাপ মোচন হইয়াছিল তথাচ তিনি স্বর্গে পুনরাগত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক যে অশ্বমেধ যজ্ঞে ভগবান্ হরির আরাধনাই প্রধান কর্ম্ম, সেই অশ্বমেধে তাঁহাকে দিক্ষিত করাইয়া যথাবিধি যাগ করাইতে লাগিলেন ॥ ১৪

হে রাজন্! ব্রহ্মবাদি মুনিগন কর্ত্তৃক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, মহেন্দ্র তাহাতে সকল দেবতাই যাঁহার মূর্ত্তি সেই পরম পুরুষের যখন অর্চ্চনা করেন ॥ ১৫ ॥

তখন তাঁহার বৃত্র বধ জনিত পাপচয় যদিও গুরুতর হইয়াছিল তথাপি যেমন দিবাকর করে নীহার সকল বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় সেই পুরুষ হইতে ঐ সমুদায় পাপ বিনাশিত হইল ॥ ১৬ ॥

স বাজিমেধেন যথোদিতেন বিতায়মানেন মরীচিমিশ্রৈঃ।
ইষ্ট্বাধিযজ্ঞং পুরুষং পুরাণমিন্দ্রোমহানাস বিধূতপাপঃ ॥ ১৭ ॥
ইদং মহাখ্যানমশেষ পাপ্মনাং প্রক্ষালনং তীর্থপদানুকীর্ত্তনং।
ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্তজনানুবর্ণনং মহেন্দ্রমোক্ষং বিজয়ং মরুত্বতঃ ॥ ১৮ ॥
পঠেয়ুরাখ্যানমিদং সদা বুধাঃ শৃণ্বন্ত্যথো পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দ্রিয়ং।
ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথায়ুষং ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্র-বিজয়স্ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ ॥

রজস্তমঃ স্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অধিকৃত্য যজ্ঞা যেন তং ॥ ১৭ ॥
পাঠাদি বিধাতুমাখ্যানং স্তৌতি ইদমিতি। প্রক্ষাল্যতেঽনেনেতি প্রক্ষালনং। তীর্থপদস্যানুকীর্ত্তনং যস্মিন্। ভক্তে কৃচ্ছ্রয়ো যস্মিন্ ভক্তজনানামনুবর্ণনং যস্মিন্ মহেন্দ্রস্য মোক্ষো যস্মিন্। মরুত্বতো বিশেষেণ জয়ো যস্মিন্ ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রিয়ং তৎপাটবকরং। ইন্দ্রসম্বন্ধীতি বা আয়ুষং আয়ুষ্যং ॥ ১৯ ॥
॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে ত্রয়োদশঃ ॥ * ॥

বৃত্রস্য জ্ঞান ভক্ত্যাদি শ্রুত্বা পৃষ্টঃ পরীক্ষিতা। হেতুমাহ চতুর্ভিস্তৎ প্রাগ্জন্ম চরিতোক্তিভিঃ। চতুর্দ্দশেতু সহসা কৃচ্ছ্রলব্ধে

ক্রমসন্দর্ভ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥
দেবানামিত্যাদি যদ্যপি সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিত্যাদিনা কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদিনা সত্ত্বং যদ্ব্রহ্ম দর্শনমিত্যাদিনাচ

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্ত্যুৎকর্ষযুক্তং। মরুত্বত ইন্দ্রস্য বিশেষেণ জয়ো যত্র তৎ ইন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়পাটবকরং। আয়ুষমায়ুষ্করং ॥১৮।১৯॥
॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। ষষ্ঠে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
চতুর্দ্দশে চিত্রকেতো র্বিবিক্তে কৃপয়া সতাং। সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ সুতস্যোৎপত্ত্যা মৃত্যুনাভবৎ ॥ ০ ॥
শুদ্ধ সত্ত্বানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং। প্রায়েণেতি অন্তঃকরণ শুদ্ধৌ জ্ঞানং যথা স্বতঃ স্যাত্তথা ন ভক্তিঃ। তস্যাঃ সাধুসঙ্গাদ্বিনা

হে ভারত! এই প্রকারে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞাধিপতি পুরাণ পুরুষ হরির আরাধনা করিয়া পাপ ক্ষয় হওয়াতে দেবরাজ পূর্ব্ববৎ মহৎ হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

হে মহারাজ! এই আখ্যান অতি মহৎ, যে হেতু ইহাতে তীর্থপাদ ভগবানের কীর্ত্তন এবং ভক্ত জনের বর্ণন আছে, আর মহেন্দ্রের পাপ মোচন, বিশেষতঃ তাঁহার জয় বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ইহাতে অশেষ পাপের ক্ষালন এবং ভক্তির উদ্রেক হয় ॥ ১৮ ॥

একারণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা এই আখ্যান পাঠ এবং পর্ব্বে পর্ব্বে ইহা শ্রবণ করিয়া থাকেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় পাটব, ধন ও যশঃ হয়, আর অখিল পাপক্ষয় ও শত্রুজয় হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা আয়ু বর্দ্ধক অতএব এই উপাখ্যান পঠন ও শ্রবণ পরম স্বস্ত্যয়ন ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে ত্রয়োদশ ॥ * ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বৃত্র নিধনানন্তর পুত্রশোকাতুর চিত্রকেতুর সস্নেহ শোক বর্ণন ॥ ০ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! বৃত্রাসুর অতিশয় পাপী, তাহার স্বভাব রজোগুণ ও